Bismillahir Rahmanir Rahim.

MUSLIM SHARIF (2nd volume)

Bangla translation

Net release www.banglainternet.com

Part : INTRODUCTION (LIST, ILME HADITH)

Compilation of Hadith

by

Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushairi An-Nishapuri(Rh)

Translated and edited by the

Sihah Sittah Editorial Board and published by

Muhammad Abdur Rab,

Director,

Publication,

Islamic Foundation Bangladesh.

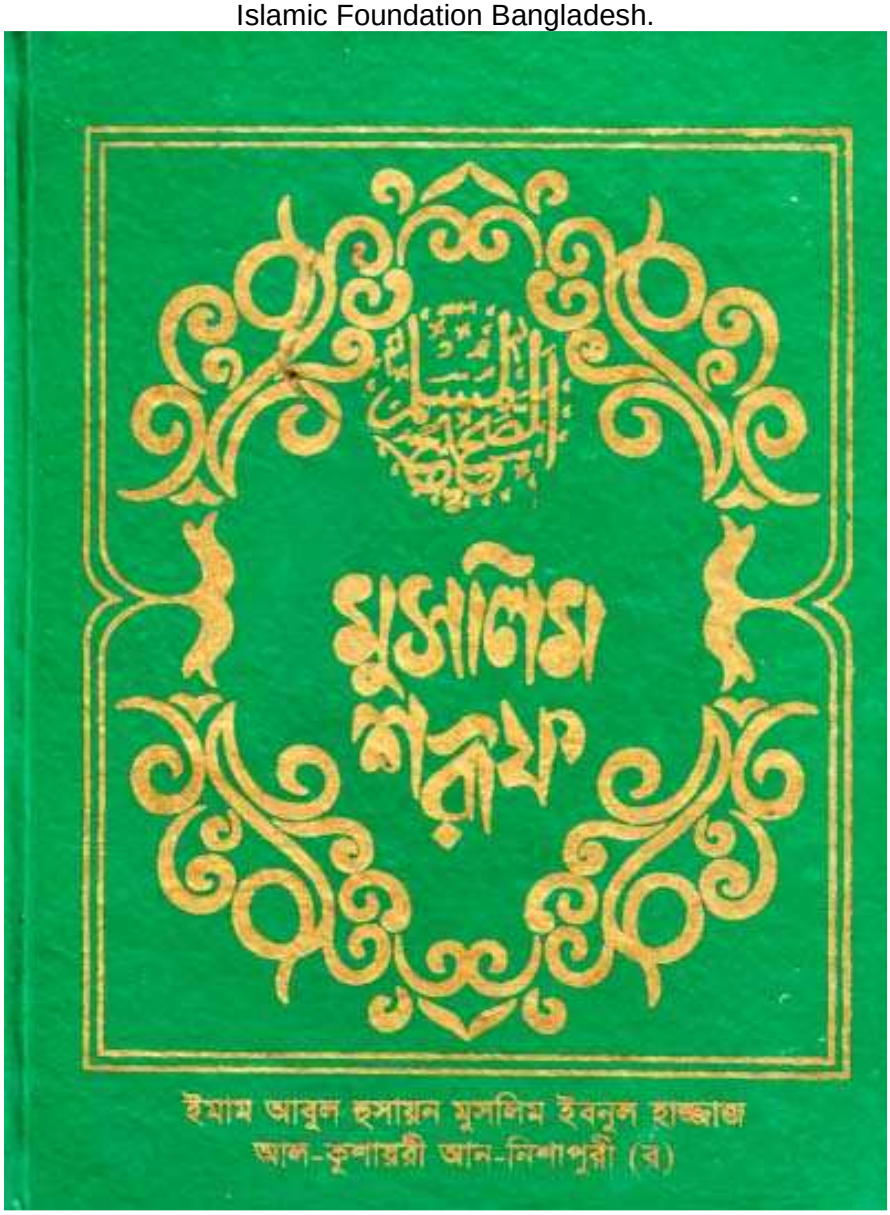

মুসলিম শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৭৪

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৯৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬৭৯/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 984-06-0008-7

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ
মে ২০০৪
জ্যৈষ্ঠ ১৪১১
রবিউস সানী ১৪২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বর্ণবিন্যাস
মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৪, ফকিরাপুল (১ম গলি), ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল ওদুদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫ শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা মাত্র

MUSLIM SHARIF (2nd Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushairi An-Nishapuri (Rh.) translated and edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 Phone : 8128068 May 2004
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
web site : www.islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 160.00 US Dollar : 7.00

মুসলিম শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

তাহারাত অধ্যায়	৩১
উযূর ফযীলত	৩১
সালাত আদায়ের জন্য তাহারাতের আবশ্যকতা	৩১
উযূ করার নিয়ম ও উযূর পূর্ণতা	৩২
উযূ এবং তারপর সালাত আদায়ের ফযীলত	৩৩
পাঁচ সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে অপর রামাযান পর্যন্ত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে	৩৮
উযূর শেষে মুস্তাহাব দু'আ	৩৯
উযূর পদ্ধতি বর্ণনায় আরেক অনুচ্ছেদ	৪০
নাক ঝাড়া ও ঢেলা ব্যবহারে বেজোড় সংখ্যা	৪২
উভয় পা পুরোপুরি ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা	৪৩
তাহারাতের সকল অঙ্গ পূর্ণভাবে ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা	৪৬
উযূর পানির সঙ্গে গুনাহ ঝরে যাওয়া	৪৬
উযূতে মুখমণ্ডলের নূর এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব	৪৭
যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌঁছবে সে পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে	৫০
কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করার ফযীলত	৫১
মিস্ওয়াকের বিবরণ	৫২
মানবীয় ফিতরাতের-অভ্যাসের বিবরণ	৫৩
ইসতিন্জার বিবরণ	৫৬
ডানহাত দিয়ে ইসতিন্জা করা নিষেধ	৫৮
উযূ-গোসল এবং অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা	৫৯
রাস্তায় বা (গাছের) ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা নিষেধ	৫৯
পানি দিয়ে ইসতিন্জা করা	৫৯
মোযার উপর মাসেহ্ করা	৬০
মোযার উপর মাসেহ্ করার সময়সীমা	৬৬
এক উযূতে সব সালাত আদায় করা জায়িয হবার বিবরণ	৬৭
যার হাতে নাপাকীয় সন্দেহ রয়েছে তার জন্য তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেয়া মাকরূহ	৬৭
কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে বিধান	৬৯

www.banglainternet.com

স্থির পানিতে পেশাব করা নিষেধ ৭০
নাপাক অবস্থায় স্থির পানিতে গোসল করা নিষেধ ৭১
মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা দুয়ে ফেলা জরুরী। আর পানি দ্বারাই মাটি পবিত্র হয়, খুঁড়ে ফেলার প্রয়োজন করে না ৭১
দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের হুকুম এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি ৭৩
বীর্যের হুকুম ৭৪
রক্ত অপবিত্র এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি ৭৭
পেশাব অপবিত্র হবার দলীল এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য জরুরী ৭৭

হায়েয অধ্যায় ৭৯
পরিধেয় বস্ত্রের উপরে ঋতুমতী মহিলার সাথে মেলামেশা করা ৮১
ঋতুমতী মহিলার সাথে একই চাদরের নিচে শয়ন করা ৮২
ঋতুমতী মহিলার জন্য তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া; তার চুল আঁচড়িয়ে দেয়া জায়িয, তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র; তার কোলে মাথা রেখে শয়ন করে সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িয ৮২
মযীর বিবরণ ৮৬
ঘুম থেকে উঠলে মুখ এবং উভয় হাত ধুয়ে নিবে ৮৬
নাপাক অবস্থায় ঘুমানো জায়িয, তবে পানাহার করতে, ঘুমাতে অথবা সহবাস করতে চাইলে তার জন্য উযূ করা এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব ৮৭
মহিলার মনি (বীর্য) বের হলে তার ওপর গোসল করা ওয়াজিব ৮৯
পুরুষ ও মহিলার বীর্যের বিবরণ এবং সন্তান যে উভয়ের বীর্য ও ডিম্ব থেকে পয়দা হয় তার বিবরণ ৯২
জানাবাত থেকে গোসলের বিবরণ ৯৩
জানাবাতের গোসলে কতটুকু পরিমাণ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব, পুরুষ এবং মেয়েলোক একই অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করা এবং তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের অবশিষ্ট পানি দিয়ে অপরজনের গোসল করার বিবরণ ৯৬
মাথা এবং অন্যান্য অঙ্গে তিনবার করে পানি ঢেলে দেয়া মুস্তাহাব ৯৯
গোসলকারিণীর বেণীর হুকুম ১০১
হায়িয থেকে গোসল কারিণীর জন্য রক্তের স্থানে (লজ্জাস্থানে) সুগন্ধযুক্ত কাপড় বা তুলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব ১০২
মুস্তাহাযা মহিলা এবং তার গোসল ও সালাতের বিবরণ ১০৪
ঋতুমতী মহিলার ওপর সাওম কাযা করা জরুরী, সালাত নয় ১০৭
গোসলকারী কাপড় অথবা এমনি ধরনের অনুরূপ কিছু দিয়ে পর্দা করে নিবে ১০৮
সতরের দিকে তাকানো হারাম ১০৯
নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়িয ১০৯
সতর ঢাকার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়ার বিবরণ ১১০
পেশাবের সময় পর্দা করা ১১১

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সহবাসের দ্বারা ধাতু নির্গত না হলে গোসল ফরয হতো না; কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে যায় এবং শুধু সহবাসের দ্বারাই গোসল ফরয হয় তার বিবরণ ১১২
অগ্নি স্পর্শ দ্রব্যাদি থেকে (খাবারপর) উযূ করা ১১৬
উটের গোশ্ত আহারে উযূ ১১৯
পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকার পর উযূ ভঙ্গের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে সে উযূ দিয়ে সালাত আদায় করা জায়িয হবার দলীল ১১৯
মৃত জন্তুর চামড়া পাকা (দাবাগাত) করা দ্বারা পবিত্র হয় ১২০
তায়াম্মুমের বিবরণ ১২৩
মুসলমান অপবিত্র হয়না এর প্রমাণ ১২৭
জানাবাত বা অন্য কারণে অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার যিকর করা ১২৮
উযূ না থাকা অবস্থায় খানা খাওয়া জায়িয, এতে কোন দোষ নেই, কারণ উযূ ভঙ্গের সাথে সাথেই তা করা জরুরী নয় ১২৮
শৌচাগারে প্রবেশের দু'আ ১২৯
উপবিষ্ট অবস্থায় ঘুমালে উযূ ভঙ্গ হয় না ১২৯

সালাত অধ্যায় ১৩১
আযান-এর সূচনা ১৩৩
আযানের শব্দগুলো দুই দুইবার এবং ইকামাতের শব্দগুলি ছাড়া একবার করে বলা ১৩৩
আযানের পদ্ধতি ১৩৫
এক মসজিদের জন্য দুইজন মু'আয্যিন নির্ধারণ করা মুস্তাহাব ১৩৫
যদি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন কেই সাথে থাকে তবে অন্ধ ব্যক্তির আযান দেওয়া জায়িয ১৩৬
দারুল কুফর বা অমুসলিম দেশে কোন গোত্রে আযানের ধ্বনি শোনা গেলে সেই গোত্রের উপর হামলা করা থেকে বিরত থাকা ১৩৬
আযানের জবাবে মু'আয্যিনের অনুরূপ বলা মুস্তাহাব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করা এবং তার জন্য ওসীলার দু'আ করা ১৩৭
আযানের ফযীলত এবং তা শুনে শয়তানের পলায়ন ১৩৮
তাক্বীরে তাহরীমা, রুকূ এবং রুকূ থেকে উঠার পর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব; সিজ্দা থেকে উঠার পর এরূপ করতে হবে না ১৪১
সালাতের মধ্যে প্রত্যেক নিচু এবং উঁচু হবার اللّٰه اكبر। সময় তাক্বীর বলা তবে রুকূ থেকে উঠার সময় বলবে سمع اللّٰه لمن حمده তাক্বীর ১৪৩
প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী; যে ফাতিহা ভাল করে জানে না এবং তা শিক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়— সে তার জন্য যা সহজ হয় তাই পাঠ করবে ১৪৫
ইমামের পেছনে মুক্তাদীর জোরে কিরা'আত পাঠ নিষেধ ১৫০
বিসমিল্লাহ্ সরবে পাঠ না করা ১৫১
সূরা বারা'আত (তাওবা) ছাড়া সকল সূরার শুরুতেই 'বিসমিল্লাহ্' রয়েছে ১৫২

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার পর বুকের নীচে নাভীর উপরে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা এবং সিজ্‌দায় উভয় হাত মাটিতে কান বরাবর রাখা	১৫৩
সালাতে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করা	১৫৩
তাশাহ্‌হুদ এর পর নবী ﷺ -এর উপর দরূপ পাঠ	১৫৮
সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌, রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ এবং আমীন বলা	১৬০
মুক্‌তাদী কর্তৃক ইমামের অনুসরণ আবশ্যক	১৬২
ইমাম কর্তৃক রোগ বা সফর ইত্যাদির কারণে অক্ষমতায় সালাত আদায়ে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করণ, ইমাম যদি কোন ওযরে বসে সালাত আদায় করেন এবং মুক্‌তাদী দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, কেননা দণ্ডায়মানক্ষম মুক্‌তাদীর বসে সালাত আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে	১৬৬
ইমাম আসতে দেরী হলে এবং ফেতনা-ফাসাদের আশংকা না থাকলে উপস্থিত লোকজন কর্তৃক অন্য কাউকে ইমাম বানানো	১৭৪
সালাতে ভুলত্রুটি হলে পুরুষ সুবহানাল্লাহ্‌ বলবে এবং নারী হাত চাপড়াবে	১৭৬
একাগ্রচিত্তে পূর্ণভাবে ও উত্তমরূপে সালাত আদায় করার নির্দেশ	১৭৭
ইমামের পূর্বে রুকূ সিজদা করা নিষেধ	১৭৮
সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকান নিষেধ	১৮০
সালাতে নড়াচড়া করা, সালাতের সময় হাতের ইশারা করা ও হাত উঠান নিষেধ এবং সামনের কাতার পূর্ণ করা ও পরস্পর মিলিত হয়ে এবং একত্র হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ	১৮০
কাতার সোজা করা ও মিশে দাঁড়ানো ক্রমানুসারে প্রথম কাতারের ফযীলত, প্রথম কাতারে দাঁড়াবার জন্য প্রতিযোগিতা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে ইমামের নিকট ও সামনের কাতারে দাঁড়াবার বিধান	১৮২
পুরুষের পিছনে সালাত আদায়কারিণী নারীদের প্রতি নির্দেশ তারা যেন পুরুষদের মাথা উঠানোর পূর্বে নিজেদের মাথা না উঠায়	১৮৬
ফিতনার আশংকা না থাকলে নারীগণ মসজিদে যেতে পারবে কিন্তু খোশবু লাগিয়ে (বাইরে) যেতে পারবে না	১৮৬
যখন বিপদের আশংকা থাকে, তখন জাহরী সালাতেও মধ্যম আওয়াযে কিরা'আত পড়া যায়	১৮৯
মনোযোগ সহকারে কিরা'আত শ্রবণ	১৯০
ফজর সালাতে এবং জিনদের সম্মুখে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা	১৯২
যুহর ও আসরে কিরা'আত পাঠ	১৯৪
ফজরের সালাতে কিরা'আত পাঠ	১৯৮
ইশার সালাতে কিরা'আত	২০১
ইমামদের প্রতি সালাতের পূর্ণতা বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ	২০৪
সালাতের রুকনসমূহ যথাযথ আদায় এবং তা সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ করা	২০৭
ইমামের অনুসরণ এবং সব কাজ তাঁর পরে করা	২০৯
রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে কি বলবে	২১১
রুকূ-সিজ্‌দায় কুরআন পাঠ নিষেধ	২১৩

রুকূ ও সিজ্‌দায় কি পাঠ করা হবে ২১৫
সিজ্‌দার ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহ প্রদান ২১৯
সিজ্‌দার অংগসমূহ এবং সালাতে চুল ও কাপড় বাঁচানো আর মাথার চুল বাঁধার নিষেধাজ্ঞা ২২০
সিজ্‌দার অংগসমূহ ঠিকভাবে রাখা এবং দুই হাতের তালু মাটিতে রাখা, দুই কনুই পাঁজর থেকে ও পেট উরু থেকে পৃথক রাখা ২২১
সালাতের সামগ্রিক রূপ এবং যা দিয়ে সালাত শুরু ও শেষ করা হয়; রুকূর নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা, সিজ্‌দার নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা, চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতের দু'রাক'আতের পর তাশাহ্হুদ এবং দুই সিজ্‌দার মধ্যে ও প্রথম তাশাহ্হুদে বসার নিয়ম ২২৩
মুসল্লীর জন্য সুত্‌রা, সুত্‌রার দিকে সালাত আদায় করার নির্দেশ, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত নিষেধ ও তার হুকুম এবং যাতায়াতকারীকে বাধা প্রদান, মুসল্লীর সম্মুখে শয়ন করার বৈধতা, সাওয়ারীর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা, সুত্‌রার নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ, সুত্‌রার পরিমাণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ২২৪
এক কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং তা পরিধানের নিয়ম ২৩৫
মসজিদ ও সালাতের স্থান ২৩৮
বায়তুল মুকাদ্দাস হতে কা'বার দিকে কিব্‌লা পরিবর্তন ২৪৩
কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে ছবি বানানো, কবরকে সিজ্‌দার স্থান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ২৪৪
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান ২৪৭
রু'কূর সময় দুই হাত হাঁটুতে রাখা উত্তম এবং হাত জোড় করে রাখা রহিত হওয়া ২৪৮
গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা ২৫০
সালাতে কথা বলা নিষেধ এবং এর পূর্ব অনুমতির বিধান রহিতকরণ ২৫১
সালাতে শয়তানকে লানত করা, শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং 'আমলে কালীল' করা বৈধ ২৫৫
সালাতে শিশুদের কাঁধে উঠানো, কাপড় অপবিত্র প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পবিত্র জ্ঞান করা এবং 'আমলে কালীল' দ্বারা সালাত নষ্ট না হওয়া ২৫৬
সালাতে প্রয়োজনবশত দু' এক কদম চলা ২৫৮
কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ ২৫৯
সালাতে কঙ্কর সরানো এবং মাটি সমান করা মাকরূহ ২৫৯
সালাতে হোক বা সালাতের বাইরে মসজিদে থুথু ফিলা নিষেধ ২৬০
জুতা পরে সালাত আদায় ২৬৩
নক্‌শাদার কাপড়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ ২৬৪
ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার সামনে আসলে এবং তৎক্ষণাৎ খাবার ইচ্ছা থাকলে তা না খেয়ে ও মল-মূত্রের বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ ২৬৫
রসুন, পিঁয়াজ, মূলা ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য আহার করে মুখে দুর্গন্ধ থাকা অবধি মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ এবং এরূপ ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ ২৬৭
হারানো বস্তু মসজিদে তালাশ করা নিষেধ ২৭১
সালাতে ভুল হওয়া এবং এর জন্য সাহু সিজ্‌দা করা ২৭২

সিজ্‌দা-ই-তিলাওয়াত	২৮১
সালাতে বসা ও দুই উরুর উপর দুই হাত রাখার নিয়ম	২৮৪
সালাত সমাপনীর সালাম ও তার পদ্ধতি	২৮৬
সালাতের পর যিকর	২৮৭
তাশাহ্‌হুদ ও সালামের মাঝখানে কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব এবং জীবন, মৃত্যু, মাসীহ্‌ দাজ্জালের ফিতনা, গুনাহ ও করয থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	২৮৮
সালাতের পর যিক্‌র মুস্তাহাব এবং এর বিবরণ	২৯৩
তাকবীরে তাহরীমাহ ও কিরা'আতের মধ্যে কী পাঠ করবে	৩০০
সালাতে ধীরেসুস্থে আসা উত্তম এবং দৌড়িয়ে আসা নিষেধ	৩০২
সালাতে মুক্‌তাদীরা কখন দাঁড়াবে	৩০৩
যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আতও পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে	৩০৫
পাঁচ ফরয সালাতের সময়	৩০৭
তীব্র গ্রীষ্মের সময় তাপ ঠাণ্ডা হয়ে আসলে যুহর আদায় করা মুস্তাহাব	৩১৩
প্রচণ্ড রোদ না হলে যুহরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব	৩১৬
আসরের সালাত আগে ভাগে আদায় করা মুস্তাহাব	৩১৭
আসরের সালাত ছুটে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী	৩২০
যারা বলে মধ্যবর্তী সালাত আসরের সালাত তাদের প্রমাণ	৩২১
ফজর ও আসরের সালাতের ফযীলত ও এ দু'সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া	৩২৪
সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মুহূর্তেই মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত	৩২৫
এশার সময় ও তাতে দেরী করা	৩২৭
ফজরের সালাত প্রত্যুষে প্রথম ওয়াক্তে যাকে 'তাগলীস' বলা হয় আদায় করা মুস্তাহাব এবং তাতে সূরা পাঠের পরিমাণ	৩৩৩
সালাতের বৈধ সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় মাকরূহ আর ইমাম বিলম্ব করলে মুক্তাদি কি করবে	৩৩৬
জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত, তা বর্জনকারীর প্রতি কঠোরতা	৩৩৮
কোন ওযরবশত জামা'আতে শরীক না হওয়া	৩৪৫
জামা'আতে নফল সালাত এবং চাটাই, জায়নামায ও কাপড় ইত্যাদি পাক বস্তুর উপর সালাত আদায় জায়িয	৩৪৭
ফরয সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা ও মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা ও যাতায়াতের ফযীলত	৩৫০
ফজরের সালাতের পর বসে থাকার এবং মসজিদের ফযীলত	৩৫৬
ইমামতির জন্য কে বেশী যোগ্য	৩৫৭
যখন মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, তখন সকল সালাতে 'কুনূতে নাযিলা' পাঠ মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে	৩৬০
কাযা সালাত আদায় এবং কাযার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব	৩৬৫

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আল-নিশাপুরী (র) এই সংকলনটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম ওস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত ৩ লাখ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) তাঁর 'সহীহ্' সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীয়াতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ করা এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীয়াতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এখানে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীয়াতের মৌলিক দু'টি উৎস—পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে পঠিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের প্রথিতযশা আলেমদেরকে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯১ সালে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে। ২০০৩ সালে এটি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। পাঠক মহলের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে আমরা এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে মহানবী (সা)-এর নীতি ও আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

এ. জেড. এম শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়াতের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহ্‌র বাণী—পবিত্র কুরআনের পর মহানবী (সা)-এর বাণী—পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফিয আবু বকর আল-খাতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লাখ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই 'সহীহ' সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্‌ম, তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন এবং অতি সহজভাবে আন্তঃঅধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস এবং সূত্র ও ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	সদস্য
৫. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
৬. মাওলানা রুহুল আমীন খান	সদস্য
৭. মাওলানা এ, কে, এম আবদুস সালাম	সদস্য
৮. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম	সদস্য সচিব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী, জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিত ধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহত ভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা জিব্‌রাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর উপর যে ওহী নাযিল করেন তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ -"ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া"--(উমদাতুল কারী, ১ম খ., পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান—যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحي متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত। যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব, ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحي غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত; এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী ﷺ তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতেন না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানূন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এ পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী ﷺ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে হাদীস।

www.banglainternet.com

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরী'আতের মৌল বিধান পেশ করে—তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী ﷺ -এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى.

"তিনি (নবী ﷺ) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন—তা সবই আল্লাহর ওহী"—(সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩, ৪)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيْلِ لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ.

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন—তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম"-(সূরা আল-হাক্কা ঃ ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ "রুহুল কুদুস (জিব্‌রাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন—নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না"-(বায়হাকী শারহুস্ সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিব্‌রাঈল এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে তাক্‌বীর ও তাহ্‌লীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।"(নাইলুল আওতার ৫ম খ.পৃ. ৫৩) "জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস "(আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজা ও দারিমী)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"—(সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (র) লিখেছেন দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্‌মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহ্‌কামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حَدِيْثٌ) মানে কথা; প্রাচীন ও পুরাতন এ বিপরীত বিষয়। এর অর্থে যেসব কথা-কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে—তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী ﷺ আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন—তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে—তাকে কাওলী(কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ -এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী ﷺ -এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী ﷺ অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাতুন নবী। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত যে উচ্চতম আদর্শ তাই সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আসার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আসার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে—তাকে আসার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না. কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আসারকে বলা হয় 'মাওকুফ হাদীস।'

ইল্‌মে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন, তা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন—তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন—তাঁকে মুহাদ্দিস (شيخ) বলে।

শায়খ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (حافظ الحدي) বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বক্‌র ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র)-কে ফিক্হের পরিভাষায় ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিয ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন—তাকে হাফিয (حافظ) বলে।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত (حجت) বলে।

হাকিম ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাকিম (حاكم) বলে।

রাবী ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (روايت) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে—তাকে সনদ (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ' ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে—তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার (اثار)।

মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে—তাকে মাকতূ হাদীস (مقطوع) বলে।

তা'লীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে। ইমাম বুখারী (র) এর সহীহ্-এ এরূপ বহু তা'লীক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এই রূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়—যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেন—সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরাজ ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন—সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج = প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদ্‌রাজ হারাম—অবশ্য যদি এর দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুনকাতি ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে—তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীসের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন—তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি' ও **শাহিদ** ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে—যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এই রূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এরূপ হওয়াকে শাহাদত বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে—তাকে মু'আল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে—অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ্ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্তা গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত—তাকে সহীহ্ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাব্তা গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে- তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিকহ্বিদগণ সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ ঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন—তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়—অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী ﷺ -এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে—তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত—তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি—যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে- তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন—যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব—তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রত্যেক যুগে এক-দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

(المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল মু'জাম ঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল মুস্তাদরাক ঃ যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয় -সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুব (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা—এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ্ সিত্তা (الصحاح السنة) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আর কতকে সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন ঃ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবা'আ ঃ সিহাহ্ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ- আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবা'আ (السنن الاربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) ও তার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ্ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি; 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক', 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ' সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ, এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ্।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইব্ন মাজা এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে।

এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহ্গণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ্, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবূ ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক, বায়হাকী, তাহাভী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ, গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্‌ন হিব্বানের কিতাবুয-যু'আফা, ইব্‌ন আসীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবূ নু'আয়েমের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরি উক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ্ হাদীস রয়েছে ঃ

বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন ঃ

'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।

এরূপে ইমাম মুসলিম বলেন ঃ

'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ্, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ্ হাদীস ও সহীহ্ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে 'সিহাহ্ সিত্তা,' 'মুআত্তা ইমাম মালিক' ও 'সুনানা দারিমী' ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ্ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ্ ইব্‌ন খুযায়মা—আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান—আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল মুস্তাদরাক হাকিম—আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২) হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দিন আল মাক্‌দিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হি) এবং ইব্‌ন হাযম যাহিরীর (৪৫৬ হি.)ও এক একটি সহীহ্ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ্ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কিনা তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাতশ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)[১]-সহ মোট ৪০ হাজার এবং তাকরার বাদে ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্‌ন আহমদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা

১. এক কথাকে পুনঃ পুনঃ বলাকেই 'তাকরার' বলে। আমাদের মুহাদ্দিসগণ নানা কারণে এক হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন বার বর্ণনা করেছেন।

সাহাবা ও তাবিঈনের আসারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ্ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে ঃ হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমন কি শুধু নিয়ত সম্পর্কীয় (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে (তাদবীন ৫৪ পৃ.)। অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী ﷺ -এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তার প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন—তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا

'আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাযত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌছে দিল যে তা শুনতে পায়নি" (তিরমিযী, ২য় খ., পৃ. ৯০ উমদাতুল কারী, ২য় খ.পৃ. ৩৫)।

মহানবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌছে দেবে"—(বুখারী) তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে—তাদের থেকে (তা) শোনা হবে"—(মুসতাদরাক হাকিম, ১ম খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা কর"—(মুসনাদ আহমদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও"—(বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী ﷺ বলেন, "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়"— (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উল্লেখিক বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তার সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল; (২) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণ প্রখর ছিল কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ

করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী ﷺ যখনই কোন কথা বলতেন—উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। এভাবেই তার নিকট থেকে হাদীস মুখস্থ করা হতো" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে নির্দেশই দিতেন—সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী ﷺ-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন—আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম—তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সব কিছু মুখস্থ হয়ে যেত"—(আল মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ম খ. পৃ. ১৬১)।

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস অধ্যয়ন করি"—(দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল—সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথা-সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তার ইন্তিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ

لَاتَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحِهِ

"আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে" (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না—মহানবী ﷺ সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক—যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার" (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যা কিছু শোনতাম—মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি

হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম। অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَا الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقَّ

"তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না"- (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)।

তার সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন— যা আমি নবী ﷺ-এর নিকট শুনেছি" (উলুমূল হাদীস, পৃ. ৪৫) এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী ﷺ বললেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْ مَا بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও"-অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন-(তিরমিযী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিলেন-আবূ শাহ-ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী ﷺ ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন" (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)।

হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল" (ফাতহুল বারী)। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেস্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী ﷺ -এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতঃপর তাকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩য় খ. পৃ.৫৭৩)।

রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন-(মুসনাদ আহমাদ)।

হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত (জামি বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খ. পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তার দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তার মুখে যে কথাই শুনতে

পেতেন—তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর সহিফায়ে সাদিকা, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহীফায়ে সহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সা'দ ইব্ন উবাদা (রা), মাকতুবাতে নাফি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন—তেমনি ভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশ তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইব্ন সীরীন, নাফি, ইমাম যায়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, মাকহূল, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকাম, ইব্রাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী ﷺ -এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবই তাবিঈনের নিকট পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাব্ই তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালিক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসূফ (র) ইমাম আযম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আসার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ জামি সুফইয়ান সাওরী, জামি ইবনুল মুবারক, জামি ইমাম আওযাঈ, জামি ইব্ন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক সহীহ্ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানুদ দারি কুতনী, সহীহ্ ইব্ন হিব্বান, সহীহ ইব্ন খুযায়মা, তাবরানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত তাহাবী এবং আরো কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল-কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এ পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য ও গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান

কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ্ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চা ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন।। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগ দেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন, এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত এই ধারা অধ্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী ﷺ-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে যাবে।

ইমাম মুসলিম (র)

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসায়ন ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। তাঁর গোত্র বনু কুশায়র ছিল আরবের প্রসিদ্ধ এক ঐতিহ্যবাহী গোত্র। খুরাসানের নিশাপুরে এসে তাঁর পূর্ব পুরুষ বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ২০৪ হিজরী সনে (মতান্তরে ২০৩ হিজরী সনে) জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপুর তৎকালে যেমন একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল তেমনিভাবে শিক্ষা-দীক্ষা ক্ষেত্রেও ছিল এর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশব হতেই তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ইমাম বুখারী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামিমী, সাঈদ ইব্ন মানসুর প্রমুখ।

ইমাম মুসলিম হাদীস বিষয়ে বিরাট ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ একমত। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এই পর্যায়ে আবূ হাতিম আর রাযী, মূসা ইব্ন হারূন, আহমদ ইব্ন সালামা, মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত। হাদীসে ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চমর্যাদা ও স্থানের কথা তারা সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক (র) ইমাম মুসলিমকে বলেছিলেন ঃ যতদিন আল্লাহ্ আপনাকে মুসলিমদের জন্য হায়াতে রাখবেন ততদিন তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। ইমাম আবূ যুর'আ ও আবূ হাতিম আর-রাযী হাদীসের বিষয়ে তাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবিদ ইমাম আবূ কুরায়শ বলেন, হাফিযুল হাদীস চারজন ঃ ইমাম মুসলিম হলেন তাঁদের একজন। ইমাম মুসলিমের মহামূল্যবান গ্রন্থাবলীও তাঁর গভীর কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই হাদীস সম্পর্কিত জরুরী বিষয়ে প্রণীত। তন্মধ্যে তাঁর সহীহ্ মুসলিম, আল মুসনাদুল কাবীর ও আল-জমিউল কাবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (র) লিখেন ঃ তিনি তাঁর জীবনে কারো গীবত করেননি বা কাউকে গালি দেননি বা মারেননি।

ইমাম মুসলিম ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীও আশ্চর্য ধরনের। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাদীস নিয়ে মগ্ন ছিলেন। একবার তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেননি। পরে ঘরে এসে তিনি তার সংগৃতীত পাণ্ডুলিপির মধ্যে হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কাছে একটি পাত্রে খেজুর রাখা ছিল। তিনি এক একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি তালাশ করছিলেন। এত গভীর মনোযোগসহ তিনি এতে লিপ্ত ছিলেন যে, যখন হাদীসটি পেলেন তখন এদিকে পাত্রের খেজুরও একে একে শেষ হয়ে গেছে। শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ইন্তিকালের পর ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সমস্ত জান্নাত হালাল করে দিয়েছেন, যেখানে ইচ্ছা আমি যেন বসবাস করতে পারি।

সহীহ্ মুসলিম শরীফ

হাদীসের সবচে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ছয়টি। ইসলামী পরিভাষায় এগুলো আস-সিহাহ্ আস সিত্তাহ নামে প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে, এগুলোর মধ্যে সহীহ্ বুখারীর পরে হলো সহীহ্ মুসলিমের স্থান। এই মহান সংকলনটি হলো ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম সরাসরি উস্তাদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও চয়ন করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তাকরার বা একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকরার বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইমাম মুসলিম কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন কোন হাদীসকে সহীহ্ বলে এই গ্রন্থে শামিল করেন নাই, অধিকন্তু প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত কেবল তা-ই তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি এটি তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফেযে হাদীস ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইমাম মুসলিম বলেন ঃ আমি এই গ্রন্থখানি ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর নিকট পেশ করেছিলাম। তিনি যে হাদীস সম্বন্ধে দোষ আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি, সেগুলো গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি, আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, তা সহীহ্ এবং এতে কোন প্রকার ত্রুটি নাই আমি তা এই গ্রন্থে শামিল করেছি। তিনি আরো বলেন ঃ কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ্ হাদীসসমূহই আমি কিতাবে শামিল করি নাই বরং এই কিতাবে কেবল সেই সব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি যেগুলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।

এভাবে দীর্ঘ পনেরো বছর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাই করার পর সহীহ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈয়ার করা হয়।

এই হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ দুইশ বছর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এই বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

ইমাম মুসলিমের এই দাবি যে কত সত্য পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। আজ এগারশ বছরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু সহীহ মুসলিমের সমান কিংবা তা থেকে উন্নত মর্যাদার কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নাই। আজও এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিশ্ব মানবকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আলো দান করছে।

এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে মতন ও সনদ ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশিত করেন নাই। এমনকি নিজের তরফ থেকে তরজুমাতুল বাব বা হাদীসের শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন নাই। তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটির বিন্যাস করেছেন যে, অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে যে শিরোনাম দেখা যায় তা মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যা ইমাম নববীর সংযোজন।

মুহাদ্দিসীন এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত, শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে বুখারী শরীফের তুলনায় মুসলিম অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায বলেন, আমার উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বুখারী অপেক্ষা মুসলিম শরীফকেই অগ্রাধিকার দিতেন। আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে (যার মত হাদীসের বড় হাফিয আমি আর একজনও দেখি নাই) এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আকাশের তলে ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আর একখানিও দেখি নাই। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস আবদুর রহমান ইব্ন আলী ইয়ামানী বলেন ঃ কিছু লোক এসে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সম্পর্কে আমার সামনে বিতণ্ডা শুরু করে। তারা বলছিল বুখারী শরীফ শ্রেষ্ঠ না মুসলিম শরীফ শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম ঃ বিশুদ্ধতার বিচারে যেমন বুখারী শরীফ মর্যাদাসম্পন্ন তেমনি অভিনবত্ব, বিন্যাস বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনা কৌশল বিচারে সহীহ্ মুসলিম অতুলনীয়। হাফিযুল হাদীস ইব্ন কুরতবী সহীহ্ মুসলিম সম্পর্কে লিখেন ঃ ইসলামে এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ নাই।

ইমাম মুসলিমের সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি তার নিকট থেকে বহু ছাত্র শ্রবণ করেছেন এবং তার সূত্রে এটি বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু যার সূত্রে এই গ্রন্থখানির বর্ণনা ধারা সর্বত্র সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে আসছে তিনি হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান নিশাপুরী। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এই ইব্রাহীম ইব্ন সুফিয়ানের সঙ্গে ইমাম মুসলিমের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি সব সময়ই ইমাম মুসলিমের সাহচর্যে থাকতেন ও তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করতেন।

আল্লাহর দরবারে এই মহান গ্রন্থটি যে কতটুকু মকবুল নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তার প্রমাণ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ আলী আয-যাগওয়ানী (র)-এর মৃত্যুর পর স্বপ্নে একজন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ আপনি কিসের ওয়াসীলায় নাজাত পেয়েছেন? তিনি তখন তার হাতে রাখা মুসলিম শরীফের একটি কপির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ এই মহাগ্রন্থখানির ওয়াসীলায় আমি নাজাত পেয়েছি।

মুসলিম শরীফ অনুবাদকদের তালিকা

দেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তা-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুসলিম শরীফ অনুবাদের সঙ্গে যে সমস্ত মুহাদ্দিস সংশ্লিষ্ট ছিলেন নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
২. শায়খুল হাদীস মাওলানা কুতবুদ্দীন
৩. মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
৪. মাওলানা মুমিনুল হক
৫. মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ
৬. মাওলানা মুশতাক আহমদ

৭. মাওলানা আবদুল জলীল
৮. মাওলানা হাসান রহমতী
৯. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
১০. মাওলানা আহমদ হুসাইন
১১. মাওলানা বুরহান উদ্দীন
১২ . মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন
১৩ . মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন
১৪. মাওলানা আবদুল মতীন মাসউদী
১৫ . মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেমন মুহাম্মদ ইব্নুল মুছান্না (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে .....

২. সনদের যেখানে তাহবীল রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীল কৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আরবী ফার্সী উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকার অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. আলাইহিস সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ) রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহু, আনহুম, আনহা-এর ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুলাহি আলাইহি, আলাইহিম, আলাইহা এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন হযরত আনাস, আব্বাস, আবূ হুরায়রা (রা)।

৬. কুরআন মজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম সূরা নম্বর, পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ২ ঃ ১৩৮ অর্থাৎ সূরা বাকারার ১৩৮ নম্বর আয়াত।

পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক মুবারক-বাদ জ্ঞাপন করছি যে তারা এমন একটি মহান কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই মহাপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত সকল পর্যায়ের আলিম-উলামা-সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য দু'আ করি তিনি যেন এই ওয়াসীলায় তাঁদের ও আমাদের সকল গুনাহ খাতা মাফ করে দেন এবং নেক জাযা দেন।

সম্পাদনা পরিষদ